গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৬ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোন অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোন উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন
www.maktabatulfurqan.com

مكتبة الفرقان

দৈনন্দিন আমলের জন্য ২০০ এর বেশি
কুরআন ও হাদীসের দু'আ

the Accepted Whispers এর অনুবাদ

মুনাজাতে মাকবুল

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত
হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.

ইংরেজি অনুবাদ ও টীকা | **খালেদ বেগ**
বাংলা অনুবাদ | **মুহাম্মাদ আদম আলী**

৭

অনুবাদগ্রন্থ | মাকতাবাতুল ফুরকান

মুনাজাতে মাকবুল
মূল লেখক | মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.
ইংরেজি অনুবাদ ও টীকা | খালেদ বেগ
বাংলা অনুবাদ | মুহাম্মাদ আদম আলী

■ **প্রকাশক**

মাকতাবাতুল ফুরকান
বাড়ি ■ ৪৯/ডি, রোড ■ ১৩/বি, সেক্টর ■ ৩, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন: +৮৮০১৭৩৩২১১৪৯৯, +৮৮০১৯৭১৩৩৬৬৩৩
ইমেইল: adamalibd@yahoo.com
ওয়েবসাইট: **www.maktabatulfurqan.com**

■ **প্রথম প্রকাশ:** ২৩ রযব ১৪৩৭ হিজরী / ৩০ এপ্রিল ২০১৬ ঈসায়ী
■ প্রচ্ছদ: সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা
■ মুদ্রণ: দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা. বাংলাদেশ

■ **মূল্য: দুই শত টাকা মাত্র**

Munajat-e-Maqbul by Maulana Ashraf Ali Thanwi
English Translation and Commentry by Khalid Baig
Bengali Translation by Muhammad Adam Ali

■ Price: **BDT 200| USD 12.00**

ISBN 978-984-91176-8-1
US$12.00
51200>
9 789849 117681

পরিবেশক

রাহনুমা প্রকাশনী
১১ ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল ■ ০১৭৬২৫৯৩৩৪৯

মাকতাবাতুল ইসলাম
মধ্য বাড্ডা, ঢাকা
মোবাইল ■ ০১৯১২৩৯৫৩৫১

মাকতাবাতুদ দাওয়া
বাড়ি ৫, রোড ১১/এ, সেক্টর ১১
উত্তরা, ঢাকা
মোবাইল ■ ০১৭৪৫৮৯৯৩৪৭

মাকতাবাতুয যাকারিয়া
বাসা ৩২, রোড ৬, ব্লক ডি,
সেকশন ৬ মিরপুর, ঢাকা
মোবাইল ■ ০১৭১২৯৫৯৫৪১

Online Purchase:

■ http://rokomari.com/maktabatulfurqan
■ http://kitabghor.com/publisher/maktabatol-furkan.html

রকমারি.com কিতাবঘর

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

মুনাজাতে মাকবুল হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. (১২৮০-১৩৬২ হিজরী)-এর একটি বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ সংকলন। কুরআন ও হাদীসের দু'আ সম্বলিত এ কিতাব অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ ইতিমধ্যে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। পাশ্চাত্যের ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক খালেদ বেগ কর্তৃক ইংরেজিতে অনুদিত *The Accepted Whispers* এ ধারার একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। *মুনাজাতে মাকবুল* নিয়ে এত তথ্যনির্ভর ও বিশ্লেষণধর্মী প্রকাশনা সম্ভবত আর কোন ভাষায় হয়নি। অনুবাদক *মুনাজাতে মাকবুল*-এর দু'আগুলোর অর্থ কেবল ইংরেজিতে অনুবাদই করেননি, বরং প্রতিটি দু'আর মূল উৎস উল্লেখপূর্বক মূল্যবান টীকাও সংযোজন করেছেন। এসব টীকায় দু'আর সারমর্ম, প্রেক্ষিত ও ফাযায়েল বর্ণিত হয়েছে যা এক কথায় অসাধারণ। এ উপলব্ধি থেকে কিতাবটির বাংলা অনুবাদ করে এদেশের পাঠকদের জন্য প্রকাশ করার তাগিদ অনুভব করেছি।

একজন পাশ্চাত্যের মুসলমান ভারত উপমহাদেশের কোন বুযুর্গানে দ্বীনের কিতাব ইংরেজিতে অনুবাদ করবেন - এটা খুব বেশি আশা করা যায় না। আলহামদুলিল্লাহ, এখন এ ধরনের অনেক কাজ হচ্ছে। খালেদ বেগ পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার। আল-বালাগ ই-জার্নালের সম্পাদক। ইসলাম এবং সমসাময়িক বিষয়ের উপর ১৯৮৬ সাল থেকে লিখছেন। তার লেখার ধরন, ভাষা শৈলী ও গতিময়তা যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি তার অন্তর্নিহিত ইসলামী বোধ ও প্রকাশ এদেশের বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতেও প্রশংসনীয়। *The Accepted Whispers* তার একটি অনন্য কীর্তি। কিতাবটি বাংলায় অনুবাদের ক্ষেত্রে তার লিখিত অনুমতি নেয়া হয়েছে। তিনি কিতাবটি বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে জেনে খুব খুশি হয়েছেন এবং বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে উত্তম পুরষ্কার দান করুন।

আমি আলেম নই। তবে আল্লাহ তা'আলা এদেশের অন্যতম দ্বীনি ব্যক্তিত্ব হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের সোহবতে থাকার তাওফিক দিয়েছেন। তার সোহবতের উসিলায় মনে হয়, আল্লাহ তা'আলা দয়া করে এ অযোগ্যকে কাজটি করার সৌভাগ্য নসীব করেছেন। প্রফেসর হযরতের কাছেই এ কিতাবটি আমার প্রথম দেখার তাওফিক হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তার ছায়াকে আমাদের উপর দীর্ঘ করুন। উল্লেখ্য, কুরআন মাজীদের দু'আগুলোর অর্থ তরজমার ক্ষেত্রে সৌদি সরকার কর্তৃক প্রকশিত সংক্ষিপ্ত *মাআরেফুল কুরআন*-এর সাহায্য নেয়া হয়েছে। আর হাদীসের দু'আগুলোর তরজমা মূল কিতাবের ইংরেজি অনুবাদের পাশাপাশি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মুনাজাতে মাকবুল-এর অন্যান্য অনুবাদগ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে। তবে সবক্ষেত্রেই মূল ইংরেজি কিতাবের অনুবাদের সাথে সামঞ্জস্য রাখা হয়েছে। এ কিতাব সব শ্রেণির পাঠকের নিকট দু'আগুলোর তাৎপর্য ও আমলের গুরুত্বকে অর্থবহ করে তুলবে ইনশাআল্লাহ।

অনেকেই এই কিতাবটি প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন। নিউজিল্যাণ্ড প্রবাসী জনাব মুহাম্মাদ এহসান উদ্দীন ফয়সল সাহেব কিতাবটি সরবরাহ করে অনুবাদকের কাজকে সহজ করেছেন। জনাব তৈয়বুর রহমান সাহেব, জনাব জাবির মুহাম্মাদ হাবীব সাহেবসহ আরও অনেকে এ কিতাবের প্রুফ সংশোধন এবং প্রয়োজনীয় মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোন অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হল। আল্লাহ তা'আলা সবার চেষ্টাকে কবুল করুন। যারা এ কিতাব প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকেও কবুল করুন। সবাইকে এর উসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।

বিনীত

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক ও অনুবাদক
মাকতাবাতুল ফুরকান
৫৬/৩ ওয়াসা রোড, মানিক নগর
ঢাকা ১২০৩

২৩ রযব ১৪৩৭ হিজরী
৩০ এপ্রিল ২০১৬ ঈসায়ী

সূচিপত্র

ভূমিকা	৯
দু'আ এবং দু'আর আদব	১৩
কিতাবটি পাঠ করার পদ্ধতি	২০
একটি বিশেষ দু'আ	২১
শনিবার	২২
রাবিবার	৫০
সোমবার	৭২
মঙ্গলবার	৯০
বুধবার	১১২
বৃহস্পতিবার	১৩০
শুক্রবার	১৪৮
সমাপ্তি দু'আ	১৬৪
গ্রন্থপঞ্জি	১৬৫

উৎসর্গ

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
আব্দুল্লাহর পুত্র
সর্বশেষ নবী
সারা জাহানের জন্য রহমত
তার দু'আসমূহ আমাদের জন্য আরেকটি রহমত ও করুণা লাভের মাধ্যম
এগুলো ছাড়া জীবন কি দুর্বিসহ হত!
তাকে ছাড়া জীবন কি কঠিন হত!

আল্লাহ তা'আলা তার উপর, তার পরিবার ও সকল সাহাবায়ে কেরামের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। আমীন।

ভূমিকা

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক জনপদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানকার অধিবাসীরা বিভিন্ন বিপদ-আপদে নিপতিত ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তারা কেন আল্লাহর কাছে এর প্রতিকারের জন্য দু'আ করে না?' বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যেসব মুসলমান নানা দুর্যোগ, দুর্দশা ও দুশ্চিন্তায় জর্জরিত, এ প্রশ্ন তাদের জন্যও প্রযোজ্য।

বিষয়টি এমন নয় যে, দু'আ করাই আমরা ভুলে গিয়েছি। বরং আমরা প্রতিদিনই তা করি। তবে দু'আ করার নিগূঢ় তাৎপর্য এবং গুরুত্ব আমরা ভুলে বসে আছি। কখনও কখনও এটা কেবল আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সাধারণত যখন আমাদের সব জাগতিক চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়, তখন আমরা দু'আর মুখাপেক্ষী হই। এটা যেমন আমাদের কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হয়, তেমনি আবার অনেক সময় জবানেও বলে ফেলি। এটা বলা খুব আশ্চর্যজনক হবে না যে, দু'আ করাটা যেন আমাদের হতাশারই বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তোলে!

এটা খুবই দুঃখজনক অবস্থা। অথচ দু'আ হচ্ছে ঈমানদারদের জন্য বিশাল হাতিয়ার। দু'আ ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে পারে যা আর অন্য কিছুতেই সম্ভব নয়। এটা ইবাদতের সার। দু'আ কখনও বিফল হয় না, আবার এটা ছাড়া সফল হওয়াও অসম্ভব। সবকিছুতে দু'আই ঈমানদারদের সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ অবলম্বন হওয়া উচিত। তার সব পরিকল্পনা ও কর্মের ভিত্তি হওয়া উচিত দু'আ। সব কঠিন পরিস্থিতিতে আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করি, তিনি যেন সেটা সহজে মোকাবেলা করার তাওফীক দেন; তার নির্দেশিত পথে চলার জন্য আমরা তারই কাছে সাহায্য চাই; আমাদের সব চেষ্টা-সাধনাকে সফল করার জন্য তার কাছেই করুণা প্রার্থনা করি। আমরা যখন অসুস্থ হই, তখন নিশ্চিত জানি যে, তার সাহায্য ও ইচ্ছা ছাড়া একজন ভাল ডাক্তার মিলবে না; আবার তার নির্দেশ ছাড়া একজন ভাল ডাক্তারও আমার রোগ সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারবে না; সবচেয়ে উত্তম চিকিৎসাও তার আদেশ ছাড়া ফলপ্রসু হবে না। আমরা এরকম সব কিছুর জন্য দু'আ করি। চিকিৎসার আগে, চিকিৎসার সময় এবং চিকিৎসার পরেও আমরা তার কাছে দু'আ করি। এ কথা অন্যান্য বিপদ-আপদের বেলায়ও সত্য।

দু'আ মানে মহান আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলা যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং আমাদের প্রভু যিনি পরম জ্ঞানী, প্রচণ্ড প্রতাপশালী। দু'আ তার

প্রতি বিশাল আনুগত্যের প্রতীক। এর মাধ্যমেই মানুষ তার সাথে সবচেয়ে বেশি নির্ভরতা, স্বাধীনতা, সক্ষমতা এবং সহজতর ভঙ্গিমায় কথা বলতে পারে। আমরা তার কাছেই আশ্রয় চাই, কারণ আমরা জানি, তিনিই একমাত্র সত্তা যিনি আমাদের কষ্ট লাঘব করতে পারেন এবং আমাদের যাবতীয় সমস্যা দূর করতে পারেন। পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে যাবতীয় সমস্যার কথা পেশ করে আমরা মনে প্রশান্তি অনুভব করি। তার সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে আমরা বলিষ্ঠ হয়ে উঠি। আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হই যে, চারিদিকে তার রহমত আমাদেরকে ঘিরে রেখেছে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি, মান-সম্মান, সহায়-সম্পত্তিসহ অনেক কিছু দান করেছেন যা অর্জন করার কোন যোগ্যতা আমাদের ছিল না। এটা তার হিকমত এবং এতে গভীর উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে। আমাদের শারীরিক সুস্থতা এবং অসুস্থতা, আমাদের বাহ্যিক সফলতা এবং ব্যর্থতা, আমাদের প্রাপ্তি এবং ক্ষতি - সবকিছুই পরীক্ষা। 'তিনি মৃত্যু এবং জীবন সৃষ্টি করেছেন যেন তিনি পরীক্ষা করেন তোমাদের মধ্যে আমলে কে উত্তম ।' (সূরা মূলক, ৬৭:২)

দুনিয়ার এ বিভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতি যা মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন, তাতে আমরা যেভাবে আচরণ করি, তার উপর আখেরাতে আসল সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভরশীল। যখন আমাদের কোন সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে, তখন কি আমরা তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি না ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করি? যখন কোন কিছু আমাদের মন মত হয় না, তখন কি এ ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছাকে আমরা মেনে নেই? কোন প্রাপ্তিতে আমরা কি তার শোকর আদায় করি নাকি নিজের অর্জন বলে গর্ববোধ করি?

আমরা তার কাছে দু'আ করি, কারণ তিনিই একমাত্র সত্তা যিনি দান করতে পারেন। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, সবাই তার মুখাপেক্ষী। সবকিছুর উপর তিনি ক্ষমতাবান, তার উপর কারও কোন ক্ষমতা নেই। তার জ্ঞান অসীম। অথচ আমাদের সীমায়িত জ্ঞান তার সাথে তুলনার কোন যোগ্যতা রাখে না। তিনি আমাদের প্রভু, আমরা তার গোলাম। তিনি এ দুনিয়াতেই আমাদের দু'আ কবুল করতে পারেন; অথবা আখেরাতে এর বদলা দিতে পারেন; অথবা আমরা যা চেয়েছি, তা থেকে তিনি আরও উত্তম জিনিস আমাদেরকে দান করতে পারেন।

ছোট-বড় সব কিছুর জন্যই আমাদের আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করা উচিত। ছোট এবং বড়-এর তারতম্য করার বিষয়টি হিকমতপূর্ণ। জ্ঞানীদের কাছে এ তারতম্যের কোন মূল্য নেই। কোন কিছুই আল্লাহ তা'আলার জন্য 'বড়' নয় যা আমরা চাই। আবার যিনি চাচ্ছেন, তার জন্য কোন প্রাপ্তিই 'ছোট' বা তুচ্ছ নয়। তাই সামান্য জুতার ফিতার জন্যও আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার কাছে চাইতে বলা হয়েছে। আমাদেরকে একজন ভিক্ষুক, একজন অসহায়ের

মত তার কাছে চাইতে বলা হয়েছে। কারণ সত্যিকার অর্থে আল্লাহর তুলনায় আমাদের অবস্থান এরকমই। আবার কবুল হওয়ার দৃঢ় আশা এবং আস্থা নিয়ে দু'আ করতে হবে। অমনোযোগী এবং আস্থাহীন দু'আ দু'আ-ই নয়।

দু'আকারী কখনও বঞ্চিত হয় না। দু'আ হচ্ছে মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের সর্বোচ্চ মাধ্যম। মাওলানা মনযূর নোমানী রহ. বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ কারণ তিনি সবচেয়ে বেশি আল্লাহর প্রতি অনুগত ছিলেন।' 'যদি কেউ রাসূলের দু'আসমূহ গভীরভাবে অনুশীলন করে, তাহলে সে সহজেই স্রষ্টার সঙ্গে বান্দার সম্পর্কের ব্যাপারে সঠিক ধারণায় উপনীত হতে পারবে।' এই উম্মতের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আসমূহ সবচেয়ে বড় আত্মিক উপকরণ।

এজন্য অনেক উলামায়ে কেরাম এসব দু'আসমূহকে আলাদা পুস্তাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-যাযারি রহ. (৭৫১-৮৩৩ হিজরী) কর্তৃক সংকলিত *'আল-হিসন আল-হাসিন'* (অলঙ্ঘনীয় দূর্গ) একটি উল্লেখযোগ্য কিতাব যা কুরআন, হাদীস এবং ফিকহের আলোকে খুবই প্রসিদ্ধ। কিতাবটি ৭৯১ হিজরীর যিলহজ মাসে সংকলন করা হয়েছিল যখন ইসলামের শত্রুরা দামেস্ক শহরকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। সংকলক কর্তৃক এ কিতাবের দু'আসমূহ কিছুদিন নিয়মিত পড়ার পর শত্রুবাহিনী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দামেস্ক শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়। এ কারণে দুর্যোগ-দুর্বিপাকে কিতাবটির দু'আসমূহ পড়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। কিতাবটিতে দু'আসমূহ সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল। সপ্তাহের সাতদিনের প্রতিদিন আমল করার সহজ উপায় হিসেবে তা করা হয়েছিল।

একইভাবে মোল্লা আলী ক্বারী রহ. (মৃত্যু ১০১৪ হিজরী) দৈনন্দিন আমল করার জন্য *'আল-হিযাব আল-আযম'* (বিশ্বস্ত দু'আর কিতাব) সংকলন করেছিলেন। প্রাত্যহিক আমলে এ কিতাবের দু'আসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা সহজ ছিল। এ দু'আসমূহ পাঠের সময়টুকুকে একজন তার দিনের সবচেয়ে উত্তম আমল হিসেবে মনে করত। অধিকন্তু কিছুদিন নিয়মিত পড়ার দ্বারা একজন সহজেই এ কিতাবের অনেক দু'আ মুখস্থ করে ফেলতে পারত। এর জন্য বিশেষ কোন চেষ্টার প্রয়োজন হত না। তারপর সেগুলো প্রয়োজনে বর্ণনাও করতে পারত।

এ কিতাবটি *'মুনাজাতে মাকবুল'*-এর অনুবাদ এবং এটি মূলত *'আল-হিযাব'* কিতাবের আদলে সাজানো হয়েছে। এ কিতাবটি হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. *'কুরুবাত ইনদা লিল্লাহ ওয়া সালাওয়াতুর রাসূল'* (দু'আ যা আল্লাহর নিকটবর্তী করে এবং রাসূলের দু'আসমূহ) নামে সংকলন করেছিলেন। পরবর্তীতে তার শিষ্যরা উর্দুতে এর অনুবাদ করেন। তারা এর নামকরণ করেছিলেন *মুনাজাতে মাকবুল*। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর *বেহেশতী জেওর* কিতাবের মত *মুনাজাতে মাকবুল* কিতাবটিও ভারত

উপমহাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। ফলে ঘরে ঘরে এ কিতাব স্থান করে নেয়।

বইটিতে তথ্যসূত্রসহ আরবী দু'আর পাশাপাশি তরজমা ও টীকা সংযুক্ত করা হয়েছে। দু'আর পটভূমি, ব্যাখ্যা অথবা এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব বোঝানোর জন্য টীকা দেয়া হয়েছে। এতে দু'আর অর্থ সহজে হৃদয়াঙ্গম করা এবং বিশেষ গুরুত্ব অনুধাবন করা সহজ হবে যা পাঠকদের দু'আসমূহ থেকে আরও বেশি উপকৃত করবে।

বইটির পাণ্ডুলিপি তৈরির সময় প্রকাশিত মুনাজাতসমূহের আরবী ইবারত হাদীসের কিতাবের সাথে যাচাই-বাছাই করা হয়েছে এবং হাদীস অনুযায়ী প্রয়োজনে পরিবর্তন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, উর্দূ ভাষায় প্রকাশিত *'মুনাজাতে মাকবুল'* বইটিতে অনেক মুদ্রণভুলও ছিল। এগুলো সংশোধন করা হয়েছে। দু'আ সমূহের বিস্তারিত তথ্যসূত্রের উল্লেখ করা হয়েছে।

আমার সন্তানেরা এ বই প্রকাশে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে। আমার মেয়ে আরিবা এবং সুমাইয়া আরবী ইবারত টাইপ করেছে। শোয়াইব প্রুফরিডিং করে সহায়তা করেছে। মুনীব তথ্যসূত্র খুঁজে বের করে বিস্তারিত নোট সংযোজন করেছে। তার উপর বইটির অঙ্গসজ্জারও দায়িত্ব ছিল। আর বরাবরের মত আমার স্ত্রীর উৎসাহ, সাহস এবং সহযোগিতা ছাড়া এ কিতাব প্রকাশ করা সম্ভব হত না। আমাকে, আমার পরিবারকে এবং যারাই এ কিতাব প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবাইকে আপনাদের দু'আয় মনে রাখার জন্য পাঠকদের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

সব পরিস্থিতিতে এবং সবসময় আমাদের দু'আ করা প্রয়োজন। এখন যে সমস্যার আবর্তে আমরা বসবাস করছি, আমাদের জন্য এর প্রয়োজন আরও বেশি। সারাবিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিদিনই মুসলমানদের ভাই-বোনদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও নিপীড়নের খবর পাওয়া যায়। আমরা এর জন্য কি করতে পারি? আমরা হয়ত তাদের জন্য নিজেদের অসহায়ত্বের কথা ভেবে অনবরত দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত হতে পারি, অথবা আমরা সবকিছু ভুলে অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যেতে পারি, কিংবা আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্যের জন্য ফরিয়াদ করতে পারি, যিনি একাই সবকিছুকে পরাভূত করতে পারেন।

দু'আ আমাদের জীবন পরিবর্তন করে দিতে পারে। এমনকি আমাদের অবস্থা ও ভাগ্যকেও পরিবর্তন করতে পারে। এটাই ঈমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। আল্লাহ তা'আলা এ কিতাবটির উসিলায় আমাদেরকে সে শক্তি অর্জনের তাওফীক নসীব করুন।

খালেদ বেগ
১৬ রযব ১৪২৬ / ২১ আগস্ট ২০০৫

দু'আ এবং দু'আর আদব

কুরআন এবং হাদীস শরীফে আমাদের যে কোন প্রয়োজনে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করার অনেক বেশি গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। একইসাথে দু'আ করার আদব সম্পর্কেও বলা হয়েছে। নিচে সংক্ষেপে এ বিষয়ে আলোচনা করা হল।

■ গুরুত্ব

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ৪০:৬০

'তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, আমাকে ডাক। আমি তোমাদের দু'আ কবুল করব। নিশ্চয়ই অহঙ্কার বশে যারা আমার ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'

এ আয়াতে দু'আ এবং ইবাদত পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এখান থেকে বোঝা যায় যে, দু'আ একটি ইবাদত।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوْا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ২:১৮৬

'আর আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে - বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।'

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللهِ ۚ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ২৭:৬২

'বল তো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন? সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।'

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَمَا سُئِلَ اللهُ شَيْئًا يَعْنِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যার জন্য দু'আর দরজা খুলে দেওয়া হল, মূলত তার জন্য রহমতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হল। আল্লাহ্ তা'আলার নিকটে যা কিছু কামনা করা হয়, তার মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করা তার নিকট বেশি প্রিয়। (*সুনান আত-তিরমিযি* এবং *ইবনে মাযাহ*)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ

আবূ হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলার কাছে যে লোক চায় না, আল্লাহ তা'আলা তার উপর নাখোশ হন।' । (*সুনান আত-তিরমিযি*)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِالدُّعَاءِ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে বিপদ-আপদ এসেছে আর যা (এখনও) আসেনি তাতে দু'আয় কল্যাণ হয়। অতএব হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা দু'আকে আবশ্যিক করে নাও।' । (*সুনান আত-তিরমিযি* এবং *মুসনাদে আহমাদ*)

■ আদব

اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ৭:৫৫

'তোমরা বিনীতভাবে ও চুপিসারে নিজেদের প্রতিপালককে ডাক। নিশ্চয়ই তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।'

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ادْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بِالإِجَابَةِ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ لاَ يَسْتَجِيْبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لاَهٍ

আবূ হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহর নিকট কবুল হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস রেখে দু'আ কর, নিশ্চয়ই জেনে রেখ, আল্লাহ তা'আলা অমনোযোগী দিলের দু'আ কবুল করেন না।'

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكُرَبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ

আবূ হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যদি কেউ কঠিন ও দুর্দিনে আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজের দু'আ কবুলের আশা করে, তাহলে সে যেন ভাল অবস্থায় বেশি বেশি দু'আ করে।' (*সুনান আত-তিরমিযি*)

■ পদ্ধতি

১। হালাল রিযিক দু'আ কবুল হওয়ার শর্ত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَّا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّباً، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ، فَقَالَ تَعَالٰى: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحاً . وَقَالَ تَعَالٰى: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ . ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ : يَا رَبِّ يَارَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنّٰى يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ.

আবূ হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি কেবল পবিত্র জিনিস গ্রহণ করেন। তিনি ঈমানদারদের হুকুম করেছেন যেমন নবীদেরকেও করেছেন। তিনি নবীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'হে নবীগণ! পবিত্র জিনিস আহার করুন এবং নেক আমল করুন। আমি খুব ভাল করেই জানি তোমরা যা কর।' এবং তিনি আরও বলেছেন, 'হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে পবিত্র জিনিস দিয়েছি, সেখান থেকে আহার কর।' তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যে অনেক দূর থেকে সফর করে এসেছে এবং এজন্য তার চেহারা উস্ক খুস্ক এবং ধূলোয় আচ্ছাদিত হয়ে আছে। সে দু'আ করছে, 'হে প্রভু! হে প্রভু!' কিন্তু সে হারাম খাবার খায়, হারাম পানীয় পান করে, হারাম পোষাক পরিধান করে এবং তার শরীর হারাম জিনিসের উপর লালিত-পালিত হচ্ছে। কিভাবে তার দু'আ কবুল হতে পারে?' (*সহীহ মুসলিম*)

২। অন্যের জন্য দু'আ করার আগে নিজের জন্য দু'আ করা

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا فَدَعَا لَهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ

উবাই ইবনে কাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তার জন্য দু'আ করতেন, আগে নিজের জন্য করতেন।' (*সুনান আত-তিরমিযি*)

এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আচরণে গভীর হিকমত রয়েছে। আমাদের সবারই সবসময় আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া প্রয়োজন। এভাবে নিজের জন্য আগে দু'আ করার অভ্যাস করলে অন্যের জন্য দু'আ করার ক্ষেত্রে নিজের অমুখাপেক্ষিতা অথবা তাদের চেয়ে নিজেকে উত্তম মনে হবে না।

৩। দু'আ করার আগে আল্লাহর প্রশংসা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ পড়া

عَنْ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَدْعُو فِي صَلاَتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ اللَّهَ تَعَالَى وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَجِلَ هَذَا . ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ

ফাযালাহ ইবনে উবাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার এক ব্যক্তিকে আল্লাহর প্রশংসা এবং রাসূলের উপর দরূদ না পড়েই দু'আ করতে শুনলেন। এজন্য তিনি বললেন, 'লোকটি তাড়াহুড়ো করেছে।' তখন তিনি লোকটিকে কাছে ডাকলেন এবং তাকে অথবা অন্য কাউকে বললেন, 'যখন কেউ নামায আদায় করে, তারপর (দু'আ করার জন্য) সে যেন তার রবের হামদ এবং ছানা দিয়ে শুরু করে। তারপর বলবে, রাসূলের উপর সালাম, তারপর সে দু'আ পাঠ করবে।' (*সুনান আত-তিরমিযি* এবং *সুনান আবু দাউদ*)

এ হাদীসে যদিও নামাযের পর দু'আ করার ক্ষেত্রে এরূপ করতে বলা হয়েছে, তবে উলামায়ে কেরাম সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, নামাযের পর অথবা

নামাযের বাইরে সব দু'আর আগেই আল্লাহর প্রশংসা এবং রাসূলের উপর দরূদ দিয়ে শুরু করা উচিত।

৪। দু'আ শেষে আমীন বলা

قَالَ أَبُو زُهَيْرٍ النُّمَيْرِيّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَأَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ قَدْ أَلَحَّ فِي الْمَسْأَلَةِ فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبَ إِنْ خَتَمَ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ بِأَيِّ شَيْءٍ يَخْتِمُ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ " بِآمِينَ فَإِنَّهُ إِنْ خَتَمَ بِآمِينَ فَقَدْ أَوْجَبَ

আবু যুহাইর ইবনে নুমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, 'আমরা এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন আমরা একজন লোককে খুব আন্তরিকতা ও বিনয়ের সাথে দু'আ করতে দেখলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থামলেন এবং তার দু'আ শুনতে লাগলেন। তারপর তিনি বললেন, 'যদি সে দু'আকে মোহরযুক্ত করত, তাহলে সেটা অবশ্যই কবুল হবে।' একজন জিজ্ঞেস করল যে, কিভাবে দু'আকে মোহরযুক্ত করা যায়? তিনি বললেন, 'দু'আ শেষে আমীন বলে। যদি সে দু'আ শেষে আমীন বলত, তাহলে সেটা অবশ্যই কবুল হত।' (*সুনান আবু দাউদ*)

৫। অন্যের কাছে দু'আ চাওয়া

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَةِ، فَأَذِنَ ، وَقَالَ: أَشْرِكْنَا يَا أُخَيَّ فِي دُعَائِكَ وَ لَا تَنْسَنَا فَقَالَ كَلِمَةً مَّا يَسُرُّنِيْ أَنَّ لِيْ بِهَا الدُّنْيَا

উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উমরা করার অনুমতি চাইলাম এবং তিনি এই বলে আমাকে অনুমতি দিলেন যে, 'প্রিয় ভ্রাতা! আমাদেরকেও তোমার দু'আয় শরীক কর এবং ভুলে যেও না।' এই সম্বোধন (প্রিয় ভ্রাতা) সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমি সমগ্র দুনিয়ার বিনিময়েও এটাকে হাতছাড়া করব না।' (*সুনান আত-তিরমিযি* এবং *সুনান আবু দাউদ*)

'উখাইয়া' 'আখি' শব্দের ক্ষুদ্রতাবোধক অনুসর্গযুক্ত শব্দ। এর দ্বারা ছোট ভাই বোঝায় এবং তা ভালবাসার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এজন্য সাইয়্যিদিনা উমর

রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জবান থেকে উচ্চারিত এ শব্দকে দুনিয়ার সব কিছু থেকে মূল্যবান মনে করেছেন। এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, যারা পবিত্র জায়গাসমূহ যিয়ারতে যাবে, তাদের কাছে আমাদের নিজের জন্য দু'আ চাওয়া উচিত। এ থেকে এটাও জানা যায় যে, আমাদের ছোটদের কাছেও আমরা এ দু'আ চাইতে পারি।

■ দু'আ কবুল হওয়ার আলামত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَّا شَكَّ فِيْهِنَّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ ودَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ،

আবূ হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তিনজনের দু'আ অবশ্যই কবুল করা হয়: পিতামাতার দু'আ, মুসাফিরের দু'আ এবং মজলুমের দু'আ। (*সুনান আত-তিরমিযি*, *সুনান আবু দাউদ* এবং *ইবনে মাযাহ*)

এ হাদীসের অনেক তাৎপর্য রয়েছে। নিজের সন্তানদের জন্য আমাদের দু'আ করা উচিত। আমাদের পিতামাতা যদি বেঁচে থাকে, তাহলে তাদের কাছে দু'আর জন্য অনুরোধ করা উচিত এবং ভাল আচরণ করে তাদের অন্তরকে খুশি করার মাধ্যমে তা অর্জনের চেষ্টা করা প্রয়োজন। মুসাফিরের যত্ন নেয়া উচিত যেন আমরা তাদের দু'আ পেতে পারি। (এটা বলা নিস্প্রয়োজন যে, এখানে ঐসব মুসাফিরদের কথা বলা হচ্ছে, যারা ভাল উদ্দেশ্যে সফর করে থাকে। পাপ কাজে লিপ্ত মুসাফিরদের বেলায় এটা প্রযোজ্য নয়।) আমাদের অবশ্যই খুব সতর্ক থাকা প্রয়োজন, আমরা যেন কারও উপর জুলুম না করি। কারণ আল্লাহ তা'আলা মজলুমের দু'আ কবুল করেন। অন্যদিকে মজলুমের সাহায্যে আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত যেন আমরা তার দু'আ লাভ করতে পারি।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسُ دعوات يُسْتَجَابُ لَهُنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ حَتّٰى يَنْتَصِرَ وَدَعْوَةُ الْحَاجِّ حَتّٰى يَصْدُرَ وَدَعْوَةُ الْمُجَاهِدِ حَتّٰى يَفْقِدَ وَدَعْوَةُ الْمَرِيْضِ حَتّٰى يَبْرَأَ وَدَعْوَةُ الْأَخِ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ثُمَّ قَالَ وَأَسْرَعُ هٰذِهِ الدَّعَوَاتِ إِجَابَةً دَعْوَةُ الْأَخِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'পাঁচ প্রকারের দু'আ কবুল করা হয়: মজলুমের দু'আ যতক্ষণ না সাহায্য আসে, ঘরে ফেরার পূর্ব পর্যন্ত হাজীদের দু'আ, জিহাদ অবস্থায় দু'আ, অসুস্থ অবস্থায় দু'আ এবং অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য

দু'আ। তারপর তিনি আরও বলেন, 'এসব দু'আর মধ্যে অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য দু'আ সবচেয়ে আগে কবুল করা হয়।' (*আদ-দাওয়াত আল-কাবির*)

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّ فَرِيْضَةً فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ وَ مَنْ خَتَمَ الْقُرْاٰنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

আল-ইরবায ইবনে সারিয়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফরয নামাযের পর দু'আ করলে দু'আ কবুল হয়। কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত শেষে দু'আ করলে দু'আ কবুল হয়।' (*তাবারানী*)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, রাতে এমন একটি ক্ষণ আছে যখন বান্দা তার দুনিয়া ও আখেরাতের কোন কল্যাণের জন্য দু'আ করে, আল্লাহ তখন সেটা কবুল করে নেন। আর এটা প্রতি রাতেই ঘটে।' (*সহীহ মুসলিম*)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَّدْعُوْ بِدَعْوَةٍ لَّيْسَ فِيْهَا إِثْمٌ وَلَاقَطِيْعَةُ رَحْمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدٰى ثَلٰثٍ إِمَّا أَنْ يُّعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ وَ إِمَّا أَنْ يَّدَّخِرَهَا لَهُ فِي اَلْاخِرَةِ وَ إِمَّا أَنْ يَّصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا

قَالُوْا إِذًا نُّكْثِرُ قَالَ اللهُ أَكْثَرُ

আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে কোন মুসলমানই দু'আ করুক না কেন, যদি গোনাহ বা আত্মীয়তা ছিন্ন করার দু'আ না করে, তবে আল্লাহ তাকে ঐ দু'আর বরকতে তিনটি জিনিসের মধ্য হতে একটি জিনিস নিশ্চয়ই দান করেন। হয়ত তখনই প্রার্থিত জিনিস দান করেন, না হয় আখেরাতে দেওয়ার জন্য গচ্ছিত রাখেন, না হয় তার উপর থেকে কোন বিপদ-আপদ দূর করে দেন।' সাহাবীগণ তখন বললেন, 'তবে তো আমরা খুব বেশি দু'আ করব।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ তা'আলার দরবারে (তোমরা যত চাইবে, তা অপেক্ষা) আরও অধিক আছে।' (*মুসনাদে আহমাদ*)

কিতাবটি পাঠ করার পদ্ধতি

এ কিতাবটি প্রতিদিন পাঠ করার জন্য সংকলন করা হয়েছে। সবচেয়ে উত্তম হল, এজন্য দিনে একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে নেওয়া।

দু'আসমূহের অর্থ এবং তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুরুতে একবার পড়ে নেওয়া ভাল। তাতে দু'আসমূহের তাৎপর্য ও গুরুত্ব বুঝে আসবে। কেবল পাঠ করার পরিবর্তে সত্যিকার অর্থে দু'আ করার ক্ষেত্রে এটা খুব সহায়ক হবে। পরবর্তীতে প্রয়োজনে মাঝে মাঝে অর্থ এবং ব্যাখ্যাসমূহ দেখলেই যথেষ্ট হবে।

প্রতিদিন কেবল আরবী দু'আসমূহ পাঠ করতে হবে যা পড়ার সুবিধার্থে আলাদা বক্সে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। পরের পৃষ্ঠায় উল্লেখিত দু'আ প্রতিদিন বা মাঝে মাঝে নির্দিষ্ট দিনের দু'আর পূর্বে পাঠ করা যেতে পারে।

একটি দু'আ

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী রহ. কর্তৃক রচিত

نَحْمَدُكَ يَا خَيْرَ مَأْمُوْلٍ وَأَكْرَمَ مَسْئُوْلٍ عَلَى مَاعَلَّمْتَنَا مِنَ
الْمُنَاجَاتِ الْمَقْبُوْلِ مِنْ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُوْلِ
فَصَلِّ عَلَيْهِ مَا اخْتَلَفَ الدَّبُوْرُ وَالْقَبُوْلُ وَانْشَعَبَتِ الفُرُوْعُ مِنَ
الْأُصُوْلِ ثُمَّ نَسْأَلُكَ بِمَا سَنَقُوْلُ وَ مِنَّا السُّؤَ الُ وَمِنْكَ الْقَبُوْلُ

'আমরা আপনার প্রশংসা করি, হে সর্বোত্তম দাতা যার কাছে আশা করা যায় এবং হে মহান সত্তা যার কাছে চাওয়া যায়। আপনিই আমাদেরকে এমন দু'আ শিখিয়েছেন যা আপনার কাছে গৃহীত, যা 'কুরুবাত ইনদা লিল্লাহ ওয়া সালাওয়াতুর রাসূল' বইয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তার (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপর রহম করুন যতদিন পূর্ব-পশ্চিমের বাতাস প্রবহমান থাকে এবং যতদিন মূল থেকে গাছের শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করে (কিয়ামত দিবস পর্যন্ত)। ঐসব দু'আ যা সামনে লেখা হয়েছে তা দিয়ে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমাদের পক্ষ থেকে দু'আ এবং আপনার কাছ থেকে মঞ্জুরী।'

শনিবার

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

﴿১﴾ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দান কর দুনিয়াতেও কল্যাণ এবং আখেরাতেও কল্যাণ এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।

﴿২﴾ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর সবরের গুণ ঢেলে দিন এবং আমাদেরকে অবিচল-পদ রাখুন আর কাফের সম্প্রদায়ের উপর আমাদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান করুন।

১। সূরা বাকারা, ২:২০১

এটা খুবই পরিচিত দু'আ। যদি কোন মুসলমান আরবীতে কোন দু'আ জেনে থাকে, তাহলে খুব সম্ভব সেটা এ দু'আটিই হবে। তবে এর শিক্ষা এবং গুরুত্ব অনেকেই খেয়াল করে না।

ইসলামের সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক হচ্ছে, এ ধর্ম সবকিছুতেই মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। এমনকি দুনিয়া এবং আখেরাতের বিষয়েও। দুনিয়া আখেরাতের মতই গুরুত্বপূর্ণ; আমরা এখানে যে ফসল বুনব, সেখানে গিয়ে তার ফল ভোগ করব। আমরা দু'আয় দুটোই উল্লেখ করি এবং স্বাভাবিক ক্রমধারাও বজায় রাখি। কিন্তু আমরা যা খুঁজে ফিরি, তাতেই চরম পার্থক্য হয়ে যায়। এ পৃথিবীর ধন-সম্পদ তালাশ করা উদ্দেশ্য নয়, বরং এর চেয়ে ভাল কিছু; দুনিয়াতে এবং আখেরাতে।

'হাসানাহ' বলতে প্রত্যেক ভাল জিনিসকেই বোঝায়: স্বাস্থ্য, জীবিকা, মৌলিক প্রয়োজনসমূহ, ভাল মনোবল, ভাল কাজ, উপকারী জ্ঞান, মান-সম্মান, ঈমানের দৃঢ়তা এবং ইবাদতে একাগ্রতা। সত্যিকার অর্থে এ দুনিয়ার সব কিছুই ভাল যদি সেটা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে আখেরাতে সুফল বয়ে আনে। এ দু'আর মাধ্যমে মুসলমানরা কেবল দুনিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; তারা যেমন পুরোপুরিভাবে দুনিয়ার আরাম-আয়েশকে লক্ষ্য বানায় না, আবার এর কিছুই তার প্রয়োজন নেই - তাও বলে না।

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক অসুস্থ সাহাবীকে দেখতে গেলেন। তিনি তাকে এজন্য কোন দু'আ করেছে কিনা জানতে চাইলেন। সাহাবী বললেন, হ্যাঁ। তিনি যে দু'আ করেছিলেন তা হল, 'হে আল্লাহ! আপনি আখেরাতে আমাকে যে শাস্তি দিতে চান, তা এ দুনিয়াতেই দিয়ে দেন।'

يوم السبت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿١﴾ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

﴿٢﴾ رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ঐরকম দু'আ করতে নিষেধ করলেন এবং এই দু'আ শিক্ষা বললেন। সাহাবী এ দু'আ করার পর সুস্থ হয়ে উঠলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই এ দু'আ করতেন (বুখারী)। তিনি তাওয়াফ করার সময় রুকনে ইয়ামিনি এবং হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী জায়গায় এ দু'আ তিলাওয়াত করতেন (আবু দাউদ)। তিনি যখন কারও সাথে মুসাফাহা করতেন, এ দু'আ না পড়ে তার হাত ছাড়তেন না (ইবনে আস-সুন্নি)। ইমাম নববী রহ. কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে এ দু'আ পড়তে বলতেন। সালাতুল হাজত নামায শেষে এ দু'আ পড়ার কথাও জানা যায়।

২। সূরা আল-বাকারা, ২:২৫০

এটা ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বনি ইসরাইলের দু'আ। ফিলিস্তিনের নেতা ছিল জালুত (গোলিয়াথ) এবং বনি ইসরাইলের নেতা ছিল বাদশা তালুত। বনি ইসরাইলরা তখন মুসলমান ছিল। আল্লাহ তাদের দু'আ কবুল করে বিজয় দান করেন। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম জালুতকে কতল করেন।

জীবনের সব দুঃখ-কষ্টে সবরের বিকল্প নেই। তবে এখানে সবর মানে কেবল ধৈর্যধারণ নয়। সবর হল, চরম দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করা, বিপর্যস্ত অবস্থায় ঈমানে-আমলে শয়তানের প্ররোচনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য অন্তঃকরণকে দৃঢ় রাখা এবং মন্দকে অতিক্রম করে নেক আমল করার শক্ত মনোবল অর্জন করা।

﴿৩﴾ হে আমাদের পালনকর্তা! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করবেন না হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছেন। হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করাবেন না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করুন, আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই আমাদের প্রভু! সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।

﴿৪﴾ হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর আপনি আমাদের অন্তরকে সত্য লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত করবেন না এবং আপনার নিকট থেকে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান করুন। আপনিই সব কিছুর দাতা।

﴿৫﴾ হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দিন আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করুন।

এভাবে অলসতাকে পরিহার করে দৈনন্দিন নামায ঠিকমত আদায় করা সবরের অন্তর্ভুক্ত। এতে মন্দ স্বভাবের বিরুদ্ধে দৃঢ়তাও প্রমাণিত হয়। অবশ্যই নির্যাতনের বিরুদ্ধে অনবরত ধৈর্যধারণ করা সবরের একটি বড় অংশ।

এই দু'আ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সবর হচ্ছে বিজয়ের চাবিকাঠি। সবর দৃঢ় মনোবল এবং আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ নির্ভরতা থেকে উৎসারিত, যা সত্যের পথে দৃঢ়পদ রাখে এবং সুনিশ্চিত বিজয়ের দিকে নিয়ে যায়। অবশ্য এ পথে প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য মহান আল্লাহর অনুগ্রহ প্রয়োজন। এজন্যই এ দু'আ।

৩। সূরা বাকারা, ২:২৮৬
মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযি এবং মুসতাদারক হাকিম কিতাবে অনেকগুলো হাদীস থেকে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াতের অগণিত ফযিলত সম্পর্কে জানা যায় যেখানে এই দু'আগুলো রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বিশেষ অনুগ্রহ করে এগুলো সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিরাজের রাত্রিতে আরশের নিম্নস্থিত বিশেষ ভাণ্ডার থেকে দান করেছেন। এরকম কোন দু'আ অতীতের আর কোন নবীকে দেয়া হয়নি।

يوم السبت

﴿٣﴾ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِنْ نَّسِيْنَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

﴿٤﴾ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

﴿٥﴾ رَبَّنَآ إِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

আমরা প্রচণ্ড আবেগের সাথে এ দু'আ পাঠ করি। কারণ এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী বনি ইসরাইলদের উপর অর্পিত কঠিন কাজ-কর্ম থেকে আমাদেরকে মুক্ত রাখা হয়েছে। এটা যে কেউ ইহুদীদের ধর্মীয় নিয়ম-কানুনের সাথে মুসলিম শরীয়ার তুলনা করলেই বুঝতে পারবে। এ কারণে সাইয়্যিদিনা হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আমাদের মতে যার সামান্যও বুদ্ধিজ্ঞান আছে, সে এ দু'টি আয়াত পাঠ করা ব্যতীত নিদ্রা যাবে না।

৪। সূরা আল-ইমরান, ৩:৮
এর আগের আয়াত অনুসারে এটা ঐসব লোকদের দু'আ যারা গভীরভাবে জ্ঞানী, আলেম। তারা কখনও ঈমানের সাথে আপোষ করে না। তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে, ঈমান হচ্ছে সবচেয়ে বড় সম্পদ এবং এটাকে যত্নসহকারে সংরক্ষণ করা উচিত। আবার এর সংরক্ষণের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া কঠিন; এর জন্য অনবরত চেষ্টা ও সাধনা অব্যাহত রাখার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর সাহায্যের মুখাপেক্ষী হতে হবে। উল্লেখ্য, যে কেউ সচেতনতার সাথে এই দু'আ পাঠ করবে এবং সচেতনভাবেই এমন কাজে লিপ্ত হবে যা তার ঈমানের জন্য ক্ষতিকর - এটা হতে পারে না।

সমাপ্তি দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ ذُنُوْبَنَا، وَاسْتُرْ عُيُوْبَنَا، وَاشْرَحْ صُدُوْرَنَا، وَاحْفَظْ قُلُوْبَنَا، وَنَوِّرْ قُلُوْبَنَا، وَيَسِّرْ أُمُوْرَنَا، وَحَصِّلْ مُرَادَنَا، وَتَمِّم تقْصِيْرَنَا، اَللّٰهُمَّ نَجِّنَا مِمَّا نَخَافُ؛ يَا حَفِيَّ الْأَلْطَافِ

হে আল্লাহ! আমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করুন, আমাদের দোষত্রুটি ঢেকে রাখুন, আমাদের অন্তর হেফাযত করুন, আমাদের অন্তর আলোকিত করুন এবং নিরাপদ রাখুন, আমাদের কাজকে সহজ করুন, আমাদের লক্ষ্যে উন্নীত করুন, আমাদের দুর্বলতা উত্তরণে সাহায্য করুন এবং আমরা যেসব বিষয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত, সেখানে আমাদেরকে নিরাপত্তা দিন। হে ঐ মহান একক সত্তা, যিনি সবসময় তার দানকে প্রসারিত করে রেখেছেন!

(এই সমাপ্তি দু'আটি হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশিষ্ট খলীফা মৌলভী মুহাম্মাদ শফী বিজনূরী লাখনৌবী রহ. কর্তৃক সংযোজিত হয়েছে এবং তিনিই মুনাজতে মাকবুলের মূল প্রকাশক। এ দু'আর উৎস জানা যায়নি; নান্দনিক উপস্থাপনা এবং সৌন্দর্যের কারণে দু'আটি এখানে উল্লেখ করা হল।)

গ্রন্থপঞ্জি

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যায় প্রতিটি দু'আর মূল উৎসের উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আরবীতে প্রতিটি দু'আর বিস্তারিত উৎসমূল দেয়া হল। প্রথম চল্লিশটি দু'আ কুরআন মাজীদ থেকে নেয়া হয়েছে। তারপরের বেশিরভাগ দু'আ হাদীস থেকে সংকলন করা হয়েছে যা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কিছু দু'আ আল-হিযবুল আ'যম থেকে নেয়া হয়েছে, যেসব দু'আসমূহ মোল্লা আলী কারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি জমা করেছিলেন এবং তার কিতাবই মুনাজাতে মাকবুলের প্রধান অবলম্বন। সেগুলো হাদীসের কিতাব থেকে উদ্ধৃত করা সম্ভব হয়নি।

(١) البقرة: ٢٠١
(٢) البقرة: ٢٥٠
(٣) البقرة: ٢٨٦
(٤) آل عمران: ٨
(٥) آل عمران: ١٦
(٦) آل عمران: ١٩١
(٧) آل عمران: ١٩٢
(٨) آل عمران: ١٩٣
(٩) آل عمران: ١٩٤
(١٠) الأعراف: ٢٣
(١١) الأعراف: ١٢٦
(١٢) الأعراف: ١٥٥
(١٣) يونس: ٨٥-٨٦
(١٤) يوسف: ١٠١
(١٥) إبراهيم: ٤٠
(١٦) إبراهيم: ٤١
(١٧) الإسراء: ٢٤
(١٨) الإسراء: ٨٠
(١٩) الكهف: ١٠
(٢٠) طه: ٢٥-٢٨
(٢١) طه: ١١٤
(٢٢) الأنبياء: ٨٣
(٢٣) الأنبياء: ٨٩
(٢٤) المؤمنون: ٢٩
(٢٥) المؤمنون: ٩٧-٩٨
(٢٦) المؤمنون: ١٠٩
(٢٧) الفرقان: ٦٥
(٢٨) الفرقان: ٧٤
(٢٩) النمل: ١٩
(٣٠) القصص: ٢٤
(٣١) العنكبوت: ٣٠
(٣٢) غافر: ٧
(٣٣) غافر: ٨-٩
(٣٤) الأحقاف: ١٥
(٣٥) القمر: ١٠
(٣٦) الحشر: ١٠
(٣٧) الممتحنة: ٤
(٣٨) الممتحنة: ٥
(٣٩) التحريم: ٨
(٤٠) نوح: ٢٨

(٤١) عائشة - صحيح البخاري: كتاب الدعوات (باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا وفتنة النار) رقم ٥٨٩٨
(٤٢) زيد بن أرقم - صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل) رقم ٤٨٩٩
(٤٣) أبو أمامة الباهلي - سنن الترمذي: أبواب الدعوات عن رسول الله ﷺ، رقم ٣٤٤٣
(٤٤) عبد الله بن مسعود - المستدرك للحاكم: المجلد الأول، كتاب: الدعاء، والتكبير، والتهليل، والتسبيح، والذكر، رقم ١٩٥٧/١٥٧
(٤٥) جابر بن عبد الله - كنز العمال: المجلد الثاني، كتاب الأذكار من قسم الأقوال (الإكمال من الفصل السادس في جوامع الأدعية) رقم ٣٧٨٧
(٤٦) عثمان بن أبي العاص وامرأة من قريش - مسند الإمام أحمد: مسند الشاميين (حديث عثمان بن أبي العاص عن النبي ﷺ) رقم ١٧٢٢٩
(٤٧) أبو موسى الأشعري - صحيح البخاري: كتاب الدعوات (باب قول النبي ﷺ «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت») رقم ٥٩٢٠

(٤٨) أبو موسى الأشعري - صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل) رقم ٤٨٩٦

(٤٩) عبد الله بن عمرو بن العاص - صحيح مسلم: كتاب القدر (باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء) رقم ٤٧٩٨

(٥٠) علي بن أبي طالب - صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل) رقم ٤٩٠٤

(٥١) عبد الله بن مسعود - صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل) رقم ٤٨٩٨

(٥٢) أبو هريرة - صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل) رقم ٤٨٩٧

(٥٣) طارق الأشجعي - صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء) رقم ٤٨٦٥

(٥٤) مركب: (١) أنس بن مالك - المستدرك للحاكم: المجلد الأول، كتاب: الدعاء، والتكبير، والتهليل، والتسبيح، والذكر، رقم ١٩٤٤/١٤٤ — (٢) عائشة - صحيح البخاري: كتاب الدعوات (باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا وفتنة النار) رقم ٥٨٩٨ — (٣) عائشة - صحيح البخاري: كتاب صفة الصلاة (باب الدعاء قبل السلام) رقم ٧٨٩ — (٤) أنس بن مالك - صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير (باب من غزا بصبي للخدمة) رقم ٢٦٧٩ — (٥) سعد بن أبي وقاص - صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير (باب ما يتعوذ من الجبن) رقم ٢٦١٠ — (٦) زيد بن أرقم - صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل) رقم ٤٨٩٩

(٥٥) عبد الله بن عباس - سنن الترمذي: أبواب الدعوات عن رسول الله ﷺ، رقم ٣٤٧٤

(٥٦) أبو أمامة الباهلي - سنن ابن ماجه: المجلد الثاني، كتاب الدعاء (باب دعاء رسول الله ﷺ) رقم ٣٨٢٦

(٥٧) عبد الله بن مسعود - سنن أبي داود: كتاب الصلاة (باب التشهد) رقم ٨٢٥

(٥٨) (١) شداد بن أوس - سنن الترمذي: أبواب الدعوات عن رسول الله ﷺ، رقم ٣٣٢٩ — (٢) شداد بن أوس - المستدرك للحاكم: المجلد الأول، كتاب: الدعاء، والتكبير، والتهليل، والتسبيح، والذكر، رقم ١٨٧٢/٧٢

(٥٩) عبد الله بن عمر - المستدرك للحاكم: المجلد الأول، كتاب: الدعاء، والتكبير، والتهليل، والتسبيح، والذكر، رقم ١٩٣٤/١٣٤

(٦٠) (١) عبد الله بن عمر - رياض الصالحين: كتاب آداب النوم والإضطجاع (باب آداب المجلس والجليس) رقم ٨٣٤ — (٢) عبد الله بن عمر - سنن الترمذي: أبواب الدعوات عن رسول الله ﷺ، رقم ٣٤٣٤

(٦١) عمر بن الخطاب - سنن الترمذي: أبواب تفسير القرآن (باب ومن سورة المؤمنون) رقم ٣٠٩٧

(٦٢) عمران بن حصين - سنن الترمذي: أبواب الدعوات عن رسول الله ﷺ، رقم ٣٤٠٥

(٦٣) عمران بن حصين - مسند الإمام أحمد: أول مسند البصريين (حديث عمران بن حصين عن النبي ﷺ) رقم ١٩١٤١

(٦٤) أبو هريرة - كنز العمال: المجلد الثاني، كتاب الأذكار من قسم الأقوال (الفصل الثاني في آداب الدعاء) رقم ٣٢٠١

(٦٥) (١) معاذ بن جبل - سنن الترمذي: أبواب تفسير القرآن (باب ومن سورة ص) رقم ٣١٥٩

— (٢) ثوبان بن بجدد - المستدرك للحاكم: المجلد الأول، كتاب: الدعاء، والتكبير، والتهليل، والتسبيح، والذكر، رقم ١٩٣٢/١٣٢

(٦٦) أبو الدرداء - سنن الترمذي: أبواب الدعوات عن رسول الله ﷺ، رقم ٣٤١٢

(٦٧) عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري - سنن الترمذي: أبواب الدعوات عن رسول الله ﷺ، رقم ٣٤١٣

(٦٨) أنس بن مالك - سنن الترمذي: أبواب القدر (باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن) رقم ٢٠٦٦

(٦٩) (١) عبد الله بن مسعود - كنز العمال: المجلد الثاني، كتاب الأذكار من قسم الأفعال (الأدعية المطلقة) رقم ٥٠٨٨ — (٢) عبد الله بن مسعود - المستدرك للحاكم: المجلد الأول، كتاب: الدعاء، والتكبير، والتهليل، والتسبيح، والذكر، رقم ١٩٢٨/١٢٨

(٧٠) أبو هريرة - المستدرك للحاكم: المجلد الأول، كتاب: الدعاء، والتكبير، والتهليل، والتسبيح، والذكر، رقم ١٩١٩/١١٩

(٧١) أنس بن مالك - المستدرك للحاكم: المجلد الأول، كتاب: الدعاء، والتكبير، والتهليل، والتسبيح، والذكر، رقم ١٨٧٩/٧٩

(٧٢) عمار بن ياسر - سنن النسائي: المجلد الثالث، كتاب السهو (باب الدعاء بعد الذكر) رقم ١٢٨٩

(٧٣) عائشة - سنن ابن ماجه: المجلد الثاني، كتاب الدعاء (باب الجوامع من الدعاء) رقم ٣٨٣٦

(٧٤) (١) عائشة - سنن ابن ماجه: المجلد الثاني، كتاب الدعاء (باب الجوامع من الدعاء) رقم ٣٨٣٦ — (٢) عائشة - المستدرك للحاكم: المجلد الأول، كتاب: الدعاء، والتكبير، والتهليل، والتسبيح، والذكر، رقم ١٩١٤/١١٤

(٧٥) بسر بن أرطأة - مسند الإمام أحمد: مسند الشاميين (حديث بسر بن أرطاة رضي الله تعالى عنه) رقم ١٦٩٧٠

(٧٦) مركب: (١) عبد الله بن مسعود - كنز العمال: المجلد الثاني، كتاب الأذكار من قسم الأقوال (الفصل السادس في جوامع الأدعية) رقم ٣٦٧٩ — (٢) عمر بن الخطاب - كنز العمال: المجلد الثاني، كتاب الأذكار من قسم الأفعال (الأدعية المطلقة) رقم ٥٠٣٥

(٧٧) أنس بن مالك - مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي: المجلد العاشر، كتاب الأدعية (أبواب في الصلاة على النبي ﷺ ونحو ذلك: باب فيما يستفتح به الدعاء من حسن الثناء على الله سبحانه والصلاة على النبي محمد ﷺ) رقم ١٧٢٦٦

(٧٨) (١) أبو هريرة - كنز العمال: المجلد الثاني، كتاب الأذكار من قسم الأقوال (الفصل السادس في جوامع الأدعية) رقم ٣٧٠٠ — (٢) معاذ بن جبل - سنن أبي داود: كتاب الصلاة (باب في الاستغفار) رقم ١٣٠١

(٧٩) عبد الله بن عباس - المستدرك للحاكم: المجلد الأول، كتاب: الدعاء، والتكبير، والتهليل، والتسبيح، والذكر، رقم ١٨٧٨/٧٨

(٨٠) عبد الله بن عمر - المستدرك للحاكم: المجلد الأول، كتاب: الدعاء، والتكبير، والتهليل، والتسبيح، والذكر، رقم ١٩٨٦/١٨٦

(٨١) (١) بريدة الأسلمي - المستدرك للحاكم: المجلد الأول، كتاب: الدعاء، والتكبير، والتهليل، والتسبيح، والذكر، رقم ١٩٣١/١٣١ — (٢) بريدة الأسلمي - الجامع الصغير: المجلد الثالث، تتمة باب حرف الألف، رقم ٢٨٨٢

(٨٢) (١) أم سلمة - كنز العمال: المجلد الثاني، كتاب الأذكار من قسم الأقوال (الإكمال من الفصل السادس في جوامع الأدعية) رقم ٣٨٢٠ — (٢) أم سلمة - المستدرك للحاكم: المجلد الأول، كتاب:

(٢٠٤) مركب: (١) أنس بن مالك - كنز العمال: المجلد الثاني، كتاب الأذكار من قسم الأفعال (الأدعية بعد الصلاة) رقم ٤٩٦٦ — (٢) عائشة - كنز العمال: المجلد الثاني، كتاب الأذكار من قسم الأقوال (الفصل السادس في جوامع الأدعية) رقم ٣٦٢٩

(٢٠٥) عائشة - سنن الترمذي: أبواب الدعوات عن رسول الله ﷺ (باب ما جاء في عقد التسبيح باليد) رقم ٣٤١٨

(٢٠٦) مركب: (١) أبو بكر الصديق - مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي: المجلد العاشر، كتاب الزهد (أبواب في الرياء ونحوه: باب ما يقول إذا خاف شيئاً من ذلك) رقم ١٧٦٧٠ — (٢) زيد بن ثابت - مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي: المجلد العاشر، كتاب الأذكار (باب ما يقول إذا آوى إلى فراشه وإذا انتبه.) رقم ١٧٠٥٩ — (٣) عبد الله بن عباس - كنز العمال: المجلد الثاني، كتاب الأذكار من قسم الأقوال (الإكمال من الفصل السادس في جوامع الأدعية) رقم ٣٧٩٠ — (٤) عبد الله بن عباس - مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي: المجلد العاشر، كتاب الأدعية (باب دعاء داود صلى الله عليه وسلم) رقم ١٧٤٢٩ — (٥) البراء - كنز العمال: المجلد الثاني، كتاب الأذكار من قسم الأقوال (الإكمال من الفصل السادس في جوامع الأدعية) رقم ٣٨١٧ وكذلك عنه في الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي : باب الألف، رقم ١٨٨٢ — (٦) عبد الله بن عمرو بن العاص - كنز العمال: المجلد الثاني، كتاب الأذكار من قسم الأقوال (الإكمال من الفصل السادس في جوامع الأدعية) رقم ٣٧٨٦

মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
অনবদ্য গ্রন্থাবলী

প্রফেসর হযরতের বয়ান সংকলন (১ - ৫ খণ্ড)

- **কুরআন ও বিজ্ঞান (৮২৬০)** | **ইসলাম ও সামাজিকতা (৮২৪০)** | **ইসলামে আধুনিকতা (৮২৪০)**|**তাবলীগ ও তা'লীম (৮২৪০)** | **পাশ্চাত্যের শিক্ষায় দ্বীনি অনুভূতি (৮৪০০)**
  সংকলন ■ মুহাম্মাদ আদম আলী

প্রফেসর হযরতের বাণী সংকলন

- **আত্মশুদ্ধির পাথেয়** | সংকলন ■ মুহাম্মাদ হেমায়েত হোসেন
  মূল্য ঃ ৳ ৩০০.০০ টাকা

প্রফেসর হযরতের সাথে আমেরিকা (২০১২), নিউজিল্যান্ড (২০১৪) এবং কানাডা (২০১৫)সফরনামা

- **প্রফেসর হযরতের সাথে আমেরিকা সফর (৮২৪০)** | **প্রফেসর হযরতের সাথে নিউজিল্যান্ড সফর (৮২২০)**| **সূর্যালোকিত মধ্যরাত্রি (৮২৩০)** | মুহাম্মাদ আদম আলী

- প্রফেসর হযরতের সাথে দেশ-বিদেশে সফরের গল্প
  পথের দিশা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) |মুহাম্মাদ আদম আলী
  প্রতিটির মূল্য ঃ ৳ ২৪০.০০

প্রফেসর হযরতের ইংরেজি বয়ান সংকলন

- **An Appeal to Common Sense** | সংকলন ■ মুহাম্মাদ আদম আলী
  মূল্য ঃ ৳ ৩০০.০০

- **খাদিজা : প্রথম মুসলমান এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বিবি**
  মূল |রশীদ হাইলামায; অনুবাদ ■ মুহাম্মাদ আদম আলী |মূল্য ঃ ৳ ২০০.০০

- **রমযান মাস ঃ গুরুত্ব ও করণীয়** |মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দি
  অনুবাদ ■ মাওলানা মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান |মূল্য ঃ ৳ ২৬০.০০

- **তাসাওউফ ঃ তত্ত্ব, অনুসন্ধান এবং করণীয়** | মাওলানা মনযূর নুমানী, মাওলানা ওয়ায়েস নদভী , মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী | অনুবাদ ■ মাওলানা হাসান মুহাম্মাদ শরীফ | মূল্য ঃ ৳ ৩০০.০০

- **জীবন ও কর্ম ঃ আয়েশা রা. (উম্মুল মু'মিনিন, সঙ্গীনী, ফকীহ)**
  মূল |রশীদ হাইলামায; অনুবাদ ■ মুহাম্মাদ আদম আলী |মূল্য ঃ ৳ ২৬০.০০

- **জীবন ও কর্ম ঃ আবু বকর আস-সিদ্দীক রা.** |আলী মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আস-সাল্লাবী
  অনুবাদ ■ মুহাম্মাদ আদম আলী | মূল্য ঃ ৳ ৩২০.০০

- **রাসূলুল্লাহর পদাঙ্ক অনুসরণ** |ড. তারিক রমাদান | অনুবাদ ■ মুহাম্মাদ আদম আলী
  মূল্য ঃ ৳ ৪০০.০০